যুগান্তর

JUL 01 2006

রাজধানীর অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাংসদদের কব্জায়

ইউসুফ আলী

রাজধানীর অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করছেন স্থানীয় বিএনপি সাংসদরা। মাত্র তিনজন বিএনপি সাংসদ ৪৩টি নামিদামি স্কুল ও কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি/চেয়ারম্যানের পদ দখল করে রেখেছেন। বাকি প্রায় একশ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে স্থানীয় বিএনপির থানা, ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড কমিটির নেতাদের হাতে। এসব প্রতিষ্ঠানও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন সাংসদরা। এমনকি একজন মন্ত্রীর পিএস রাজধানীর একটি নামকরা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ওই স্কুলের ভর্তি বাণিজ্য থেকে সার্বিক কার্যক্রমে অযাচিত হস্তক্ষেপ করেন বলে শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন। জানা যায় গত সাড়ে চার বছরে নগরীর বিএনপি সাংসদ নাসিরউদ্দিন আহাম্মেদ পিন্টু, সালাহউদ্দিন আহমেদ ও এসএ খালেক তাদের নির্বাচনী এলাকার তিন শতাধিক শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করেছেন। একই সঙ্গে তারা আইন প্রণেতা হয়েও আইন বা নৈতিকতার তোয়াক্কা না করে নির্বাচনী এলাকার প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্তৃত্ব বজায় রেখেছেন। নিয়মানুযায়ী একজন সাংসদ চারটি স্কুল ও চারটি কলেজের সভাপতি বা চেয়ারম্যান হতে পারবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এরকম প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। কিন্তু নির্বাচনের পরপরই তারা নিয়মবহির্ভূতভাবে এলাকার নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি পরিবর্তন করে সভাপতি/চেয়ারম্যান পদ দখল করে কব্জায় : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

- সরকারি বিধি উপেক্ষিত
- ৩ ব্যক্তি ৪৩ প্রতিষ্ঠানে সভাপতি
- ব্যক্তি রোষানলে চাকরিচ্যুত ৩ শতাধিক শিক্ষক

কব্জায় : সাংসদদের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নিয়েছেন। এছাড়া
ঝিল স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি/চেয়ারম্যান হিসেবে স্থানীয় সংসদ
স্যর দায়িত্ব থাকলেও বর্তমান সংসদ সদস্য গণপূর্ত মন্ত্রী মির্জা আব্বাস কোন দেখভাল
ন না। জানা গেছে, তার ঘনিষ্ঠ লোকজন দিয়ে কলেজের খবরদারি করান এবং তার
গত সহকারী (পিএ) সামসুল আলম খান কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতির দায়িত্ব পালন
ছন।

সাংসদদের নেতৃত্বে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পি সাংসদ নাসিরউদ্দিন আহাম্মেদ পিন্টু লালবাগ-কামরাঙ্গীরচর এলাকার ৪৩টি শিক্ষা
ঠানের মধ্যে ১৬টির সভাপতি বা চেয়ারম্যানের পদ দখল করে রেখেছেন। এসব প্রতিষ্ঠান
: ওয়েস্টএন্ড হাইস্কুল এন্ড কলেজ, অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, আজিমপুর স্কুল এন্ড কলেজ,
হীদুল্লাহ কলেজ, ইসলামীয়া স্কুল, ফরিদউদ্দিন স্কুল, রহমতুল্লাহ মডেল স্কুল, শহীদ মানিক
জামিলা খাতুন স্কুল, ইসলামবাগ আশরাফ আলী হাইস্কুল, সালেহা স্কুল এন্ড কলেজ,
আবদুল আউয়াল কলেজ, হাজারীবাগ উচ্চ বিদ্যালয়, নতুন পল্টন লাইন স্কুল এন্ড
জ, আশরাফাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় ও মেট্রোপলিশ ডিগ্রি কলেজ। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোর
ভাগ স্থানীয় বিএনপির নেতাদের দখলে। পরোক্ষভাবে এসব প্রতিষ্ঠানও তিনি নিয়ন্ত্রণ
ন।

াদ সালাহউদ্দিনের নিজের নামে ডেমরা এলাকায় দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। নিজের
তৈরি করে নিজেই প্রতিষ্ঠান দুটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। এ আসনের
রা, শ্যামপুর, জুরাইন, দোলাইপাড়, মাতুয়াইল, সারুলিয়া ও যাত্রাবাড়ী এলাকার ৪৯টি
া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কমপক্ষে ১৬টির সভাপতি/চেয়ারম্যান তিনি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
: একে স্কুল এন্ড কলেজ, আশ্রাফ মাস্টার আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ
লয়, সবুজ বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়, শেখদি আবদুল্লা মোল্লা উচ্চ বিদ্যালয়, হাজী
তউল্লাহ ফোরকানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, বাওয়ানী উচ্চ
লয়, সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়, মান্নান উচ্চ বিদ্যালয়,
ন জিয়া গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, শ্যামপুর সালাহউদ্দিন আহমেদ উচ্চ বিদ্যালয়, মাতুয়াইল
হউদ্দিন আহমেদ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ডেমরা কলেজ ও দনিয়া কলেজ। বাকি ৩৩টি
া প্রতিষ্ঠানের সভাপতি/চেয়ারম্যান স্থানীয় বিএনপির থানা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড নেতৃবৃন্দ।

এ খালেক অবৈধভাবে ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা চেয়ারম্যানের পদ দখল করে
ছেন। এসব প্রতিষ্ঠান হচ্ছে— জান্নাত একাডেমি হাইস্কুল, আইডিয়াল ল্যাব, ইন্টারন্যাশনাল
স স্কুল এন্ড কলেজ, মিরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর
ন্যাল বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়, এমডিসি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়,
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আদর্শ উচ্চ বিদ্যাপীঠ, এমআই মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, শহীদ জিয়া ডিগ্রি
জ, শাহ আলী উচ্চ বিদ্যালয়, শাহ আলী ডিগ্রি কলেজ, সিদ্ধান্ত উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রগতি
বিদ্যালয়। এর মধ্যে সিদ্ধান্ত উচ্চ বিদ্যালয়টি পরিচালনা করেন সাংসদের এক ছেলে।
া প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি তার নির্বাচনী এলাকার বাকি ২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থানীয়
নপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের লোকেরা নিয়ন্ত্রণ করছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, নগরীর বাকি
দরা নিয়মের মধ্যেই রয়েছেন। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর স্থানীয় সংসদ সদস্যদের
ক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তাদের নির্দেশেই প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হচ্ছে।

চাকার হারিয়েছেন যেসব শিক্ষক

রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ছোট সরকারের বিগত সাড়ে চার বছরে শুধু রাজধানীতেই তিন শতাধিক শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এর মধ্যে ডেমরা-শ্যামপুর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সবচেয়ে বেশি প্রায় একশ' শিক্ষক চাকরিচ্যুত হয়েছেন। মিরপুর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে চাকরিচ্যুত হয়েছেন ২৫ জনের বেশি। লালবাগ-কামরাঙ্গীরচর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কমপক্ষে ৩০ জন শিক্ষক চাকরিচ্যুত হয়েছেন। এসব শিক্ষক হলেন : তেজগাঁও কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আবদুর রশীদ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ হাবিদা আলী, দনিয়া কলেজের অধ্যক্ষ শাহাদাৎ হোসাইন, শেখ বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, মিরপুর গার্লস আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ রাজিয়া হোসেন, উদয়ন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ এএএম তালিবুর রহমান, আলহাজ্ব মকবুল হোসেন কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ মহিবুল্লাহ, কাঁচকুড়া কলেজের অধ্যক্ষ তফিল উদ্দিন, ঢাকা স্টেট কলেজের অধ্যক্ষ দিলওয়ারা ইসলাম, মিরপুর ঢাকা মডেল কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ ফজলুর রহমান, ডেমরা কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ গোলাম মোস্তফা, তেজগাঁও কলেজের প্রভাষক মোঃ হারুন-অর-রশিদ, ডেমরা আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিরিন সুলতানা, ডেমরা কদম রসুল কলেজের সহকারী অধ্যাপক কাজী তাসলিমা ইয়াসমিন, ডেমরার হাজী রহমতউল্লাহ কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক মিসেস নাজমা পারভীন ও সিনিয়র শিক্ষক মোঃ আবদুল মান্নান, কোনাপাড়া মান্নান উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ সালামুল্লাহ খান, সবুজ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক মোঃ আলাউদ্দিন ভূঞা, বালুঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মোঃ আবদুর রহমান ও মোঃ বোরহানউদ্দিন, পূর্বগ্রাম আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের সনজিৎ চন্দ্র গোপাল, শিমুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ হেলালউদ্দিন প্রমুখ। এছাড়া ডেমরার বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকেই ২৯ জন এবং দনিয়া কলেজের ১৮ জন শিক্ষক ও কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করেছেন স্থানীয় বিএনপি সাংসদ মোঃ সালাহউদ্দিন আহমেদ।

জানা যায়, মহানগরীর অন্য সাংসদরা ৪টির বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে নেই। তবে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী মির্জা আব্বাস নিজে চারটির বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্বে না থাকলেও তার অনুগত লোকদের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তার নির্দেশেই এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হচ্ছে। ৪টির বেশির দায়িত্বে নেই এমন সাংসদদের মধ্যে রয়েছেন : ঢাকার মেয়র সাদেক হোসেন খোকা, মেজর (অব.) কামরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুবউদ্দিন আহমাদ, মোসাদ্দেক আলী ফালু প্রমুখ।

সাংসদদের বক্তব্য

সাংসদ নাসিরউদ্দিন আহাম্মেদ পিন্টু এ সম্পর্কে যুগান্তরকে বলেন, তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। তবে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। এখন নিয়মের মধ্যেই আছেন। সাঙ্গপাঙ্গরা তার নির্বাচনী এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে— এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ অভিযোগ সত্য নয়। প্রতিষ্ঠান প্রধানরাই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনা করছেন।

সাংসদ সালাহউদ্দিন আহমেদ এ সম্পর্কে বলেন, চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাৎসহ নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ আছে। অন্য বিষয়ে মন্তব্য করতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।

এ সম্পর্কে এসএ খালেক যুগান্তরকে বলেন, তিনি চারটির বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে নেই। তাছাড়া অনেকেই চারটির বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে আছেন। তাতে তার দোষ